আল্লাহকে কটাক্ষের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ

আল্লাহকে নিয়ে কটুক্তির প্রতিবাদে মেহেরপুরের জিয়া নামের এক কথিত সাংবাদিকের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বাদ জুম্মা গাংনী উপজেলার করমদী পাগলার ব্রীজ এলাকায় এই মানববন্ধন, প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করেন ‘উলামায়ে কেরাম ও সর্বস্তরের তৌহিদি জনতা’ ব্যানারে।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন-মাওলানা হারুন অর রশিদ. মাওলানা আমানুল্লাহ, মাওলানা সিয়াম মনোয়ার, মাওলানা হাবিবুল্লাহ বাদশা, মাওলানা কবির হুসাইন, মাওলানা কায় খসরু, স্থানায় গণ্যমান্য ব্যক্তি জুলফিকার আলী, আব্দুর রহিম, ফরহাদ হুসাইনসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ। এছাড়া বিভিন্ন এলাকার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিববৃন্দ, হাফেজবৃন্দ ও তৌহিদি জনতা উপস্থিত ছিলেন।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল পাগলার ব্রীজ এলাকা থেকে শুরু হয়ে জিয়ার গ্রামের বাড়ি পলাশীপাড়া পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। এসময় নাস্তিক জিয়াকে গ্রেফতার ও ফাঁসির দাবি জানান।

এ সময় বক্তারা বলেন, আল্লাহ ও নবীকে নিয়ে যারা কটুক্তি করে সেই সব নাস্তিকদের ফাঁসি দিতে হবে। ভবিষ্যতে কেউ যেন আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ. তার প্রেরিত রাসুল হজরত মোহাম্মদ (স:)কে নিয়ে এমন মন্তব্য করার সাহষ না পায়।

বক্তারা আরও বলেন, কথিত সাংবাদিক জিয়া এলাকার মানুষকে সাংবাদিকতার ভয়ভীতি দেখিয়ে হয়রানিসহ ব্লাকমেইল করে বহু মানুষকে হয়রানি নির্যাতন করেছে। সে নিজেকে সাংবাদিক দাবি করে এলাকার মানুষের মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে বাল্য বিয়ে আখ্যা দিয়ে টাকা পয়সা হাতিয়ে নিতো। এছাড়া এলাকার মাদক ব্যবসায়ী, চোরাকারবারীদের কাছ থেকে অবৈধভাবে টাকা পয়সা হাতিয়ে নিতো বলে অভিযোগ করেন বক্তারা।

অভিযুক্ত জিয়া গাংনী উপজেলার পলাশীপাড়া গ্রামের দবের উদ্দীনের ছেলে।

প্রসঙ্গত, গত ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক সজীব উদ্দীন স্বাধীন তার নিজ নামে ডা. স্বাধীন ফেসবুকে একটি পোষ্ট দিয়েছিলেন। সেখানে লেখা ছিল “পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ মহান সৃষ্টি কর্তার কাছে, আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন”। এখানে নামধারী সাংবাদিক জিয়া কমেন্ট করেন “আজ পর্যন্ত আল্লাহ কাকে রক্ষা করেছে ? কাউকেই রক্ষা করতে পারেনি”। কমেন্টটি এলাকার অনেকেই স্কীন সর্ট দিয়ে ছড়িয়ে দেন। এরপরপরই ফুঁসে ওঠে তৌহিদি জনতা তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

গত ১৩ সেপ্টেম্বরের ওই ঘটনায় মহান আল্লাহকে নিয়ে কটাক্ষ করার অপরাধে গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের অর্থ সম্পাদক সাংবাদিক আসাদুল্লাহ বাদি হয়ে জিয়ার নামে গাংনী থানায় একটি সাধারণ ডাইরি (জিডি) করেন। যার নং ৬২৬ তারিখ ১৬/০৯/২৪ ইং।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম জানান, এঘটনায় সাংবাদিক আসাদুল্লাহ একটি সাধারণ ডাইরি করেছেন। সাধারণ ডাইরিটি আদালতে প্রসিকিউশন দেওয়া হয়েছে। আদালত জিডিটি গ্রহণ করে জিয়ার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে।

মামলার বাদি সাংবাদিক আসাদুল্লাহ বলেন, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছে ওই নাস্তিক জিয়া। আমি আইনের আশ্রয় নিয়েছি। আদালত যে বিচার করবে আমি সেটা মেনে নেবো। তবে, আমি আদালতের কাছে তার সব্বোর্চ্চ শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

মেহেরপুরে র্যাবের অভিযানে ৩৬ কেজি গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী

আটক

মেহেরপুর সীমান্তে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ভারতীয় ৩৬ কেজি গাঁজাসহ রাহিব ওরফে রাকিব (৩৫) কে আটক করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্প।

র্যাব-১২ এর গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার সহকারি পুলিশ সুপার মো: এনামুল হকের নেতৃত্বে একটি টিম গতকাল ২৬ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাত সাড়ে ১১ টার সময় গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তি লক্ষি নারায়নপুর ধলা গ্রামে অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ রাকিবকে আটক করেন।

আজ শুক্রবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০ টার সময় গাংনীস্থ র্যাব ক্যাম্পে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবাদ ব্রীফ করে এই তথ্য জানান র্যাব কমান্ডার মো: এনামুল হক।

আটক রাকিব গাংনী উপজেলার লক্ষিনারায়নপুর ধলা গ্রামের মো: আক্তারুল ইসলামের ছেলে।

র্যাব ১২ এর মেহেরপুর ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী-৩ এর গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার সহকারি পুলিশ সুপার মো: এনামুল হক জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে খবর পেয়ে র্যাবের একটি টিম রাকিবের বাড়িটি ঘীরে ফেলে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে তার বাড়ির বিভিন্ন রুমে, উঠানে ও অন্যান্য স্থান থেকে ২৬ টি প্যাকেটে মোড়ানো গাঁজার পুটলা উদ্ধার করা হয়। এসময় তার ঘর থেকে দেশীয় তৈরী দুটি ধারালো হাসুয়া উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত গাঁজার মূল্য ধরা হয়েছে ১০ লাখ ৮০ হাজার টাকা।

র্যাব কমান্ডার জানান, আমাদের কাছে খবর এসেছিল ভারতীয় সীমান্তের তারকাটা পার হয়ে গাঁজার একটি বিরাট চালান বাংলাদেশ সীমান্তের লক্ষিনারায়পুর ধলা গ্রামের রাকিবের বাড়িতে মজুত করা হয়েছে। সেখান থেকে এই চালানটি তাদের বহনকারীদের মাধ্যমে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করা হবে।

তিনি বলেন, গাঁজার এই বড় চালানটির সাথে অনেক রাঘব বোয়াল জড়িত আছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাদের নাম পাওয়া গেছে। যা এখনি বলা যাবেনা। এই চালানের সাথে জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে র্যাবের টিম কাজ শুরু করেছেন।

গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে আসামি রাকিবকে গাংনী থানা পুলিশে হস্তান্তরের কার্যক্রম চলছে।

উল্লেখ্য গাংনীতে র্যাব ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ছোট খাটো গাঁজা উদ্ধারের ঘটনা থাকলেও এটা গাঁজা উদ্ধারের সর্বোচ্চ ঘটনা।

দূর্ণীতির উর্দ্ধে থেকে সরকারি দফতরের কার্যক্রম সততা ও নিষ্ঠার সাথে করা হবে–ডিসি

মেহেরপুর নবাগত জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সিফাত মেহনাজ বলেছেন, দূর্ণীতির উর্দ্ধে থেকে সরকারি দফতর সমূহে সকল কার্যক্রম সততা ও নিষ্ঠার সাথে করা হবে। স্বচ্ছভাবে নেওয়া হবে সকল উন্নয়ন প্রকল্প। এলাকার দুস্কৃতিকারী ও চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধেও নেওয়া হবে প্রশাসনিক ব্যবস্থা। গাংনীতে উপজেলা পর্যায়ের কর্মকতার্ ও সুধীবৃন্দের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

গাংনী উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে আজ বৃহস্পতিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪ টার সময় নবাগত জেলা প্রশাসকের আগমন উপলক্ষ্যে এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করে গাংনী উপজেলা প্রশাসন।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা নিবার্হী অফিসার প্রীতম সাহা। এ সময় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সুপ্রভা রানী, উপজেলা কৃষি অফিসার ইমরান হোসেন, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনাসহ শিক্ষানবিশ ম্যাজিস্ট্রেটবৃন্দ প্রমুখ।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারকের সঞ্চালনায়

অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, কাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইন, সিএফএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আল হেলাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক, গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি সালাউদ্দীন শাওন, খৃষ্টান সম্প্রদায়ের নেতা রেভারেন্ট বেনজামিন মন্ডল, গাংনী উপজেলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, মেহেরপুর প্রতিদিনের বার্তা সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিক জুলফিকার আলী কানন, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এমএন পাভেল, গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক মুজাহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডিসি সিফাত মেহনাজ আরও বলেন. এলাকায় মাদক ও ইভটিজিং এর ব্যাপারে কোনো ছাড় দেওয়া হবেনা। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগে সব সময় সোচ্ছার। এলাকায় ইভটিজিং ও মাদকের কোনো ঘটনা ঘটলে সাথে সাথে প্রশাসনকে জানানোর অনুরোধ জানান তিনি।

সেবা প্রার্থীদের সরাসরি তার কাছে যাওয়ার জন্য আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, জেলার উন্নয়নসহ অন্যান্য বিষয়ে জেলা প্রশাসক ও সাধারণ মানুষের মাঝে তৃতীয় কোনো পক্ষের কাজ করার সুযোগ থাকবেনা। সেবা প্রত্যাশীদের কোনো কোনো ধরনের সেবা আমি আইনগত ভাবে দিতে না পারলে তাদের বুঝিয়ে বলছি।

কাজলা ও সেউটি নদী খনন ও দখলমুক্ত করা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের মতামত সমন্ধে জেলা প্রশাসক বলেন, নদী দুটি খননের জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

এককভাবে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা সম্ভব নয় বলে মত তুলে ধরে তিনি বলেন, শিক্ষা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমরা সবাই কোনো না কোনোভাবে শিক্ষার সাথে জড়িত। আমরা কেউ শিক্ষক, অভিভাবক নইতো ছাত্র। শিক্ষার মান উন্নয়নে সবাইকে এক সাথে কাজ করতে হবে। ছাত্রকে বুঝতে হবে শিক্ষার গুরুত্ব-শিক্ষককে বুঝতে হবে তার পেশার দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং অভিভাবকদের বুঝতে হবে সন্তানের সুশিক্ষার দরকার আছে। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের সমন্বয়ে শিক্ষার মান গড়ে তুলতে হবে।

ডিসি বলেন, জেলার সাধারণ মানুষের চিকিৎসার মান বৃদ্ধিতে ইতোমধ্যে সিভিল সার্জন ও মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল

হাসপাতালের তত্বাবধায়কের সাথে কথা হয়েছে। মেহেরপুরের এই হাসপাতালটি ১০০ শয্যা থেকে আড়াই’শ শয্যায় উন্নতি করা হয়েছে। এখানে জনবলসহ বিভিন্ন সংকটের কারণে স্বাস্থ্য সেবা পূর্ণাঙ্গভাবে দিতে না পারলেও যে সামর্থ্য রয়েছে সেটা দিয়েই সেবার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বাকিগুলো সমাধানের জন্য স্বাস্থ্যে কর্মকর্তারা উপর মহলের সাথে যোগাযোগ করছেন। অচিরেই স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতে কিছু সমাধান হয়ে যাবে।

বিগত দিনগুলোতে জেলার উন্নয়নে সুসম বন্টন হয়নি এমন অভিযোগের ভিত্তিতে ডিসি বলেন, জেলায় বরাদ্দকৃত অর্থ এখন থেকে জনসংখ্যা এবং আয়তনের ভিত্তিতে দেওয়া হবে।

মাদক নিয়ন্ত্রণে ছাত্রদের ভূমিকা নেওয়ার আহবান জানিয়ে ডিসি সিফাত মেহনাজ বলেন, সীমান্তবর্তি এই জেলায় মাদক নিয়ন্ত্রণে সবাইকে সচেতন করে তুলতে হবে। এছাড়া মাদক নিয়ন্ত্রণে কঠোরভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

মেহেরপুর একটি কৃষি সমৃদ্ধ জেলা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এজেলার মাটিকে রক্ষা করতে হবে। ইটভাটার জন্য টপসয়েল কেটে নিলে মাটির বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যাবে। তাই মাটির টপসয়েল রক্ষা করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এতে সবার সহযোগীতা চান তিনি।

জেলায় দিন দিন জমি সংক্রান্ত বিরোধ বাড়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জমি সংক্রান্ত বিরোধ মেটাতে গ্রাম আদালত জোরালো ভূমিকা রাখতে পারে। তাই গ্রাম আদালতকে সক্রিয় করে জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তি করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে জেলার বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষকে নিয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

তিনি বলেন, বর্তমানে ওয়াইফাই কর্ণার সামাজিক ব্যধিতে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তুলতে হবে। এলাকার লাইব্রেরীগুলোর বর্তমান অবস্থান জানার জন্য স্থানীয় ছাত্র সমন্বয়কদের ভূমিকা নিতে হবে। লাইব্রেরীগুলোকে সচল করে এই প্রজন্মের মানুষকে নতুন করে জ্ঞানমুখী ও বইমুখী করে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

তিনি বলেন, আবহানকাল থেকে এদেশে হিন্দু, মুসলমান, বৈদ্ধ খ্রষ্টান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সাথে বসবাস করে আসছেন। বিভিন্ন কঠিন সময়ে সেই উদাহরণ বাংলাদেশে আছে। আমরা পারস্পারিক সম্প্রীতির সাথে বসবাস করি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই ধারা যেভাবে অব্যাহত আছে

সেটা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।

তিনি বলেন, সনাতন ধর্মালম্বীদের স্বারদীয় দূর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সনাতন ধর্মালম্বীদের এই উৎসব জেলার প্রতিটিস্থানে সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে উৎযাপিত হওয়ার জন্য সকল ধর্মের লোকজনকে সহযোগীতা করার অনুরোধ জানান।

ডিসি বলেন, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীরা অনেক দুর থেকে এসে কাজ করেন। তারা এলাকাকে সর্ব্বোচ্চটা দিয়েই সেবা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাই স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগীতা করার জন্য স্থানীয়দের আহবান জানান। প্রশাসন ও স্থানীয়রা এক সাথে কাজ করলে জেলার সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্তি হবে।

এর আগে নবাগত জেলা প্রশাসক মতবিনিময় সভায় আগমন করলে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। মতবিনিময় সভায় প্রশাসনের কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, পুলিশ, র্যাব, বিজিবি, সাংবাদিক, বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকবৃন্দ, এনজিও কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী নির্বাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহার প্রশংসায় ডিসি সিফাত মেহনাজ

গাংনীর মানুষেরজান মালের নিরাপত্তা, শিক্ষার মান উন্নয়ন, মাদকমুক্ত গাংনী উপহার দিতে সর্বক্ষণ কাজ করছেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাব প্রীতম সাহা। গাংনীর সর্বস্তরের মানুষ সহযোগীতা করলে একটি সুন্দর ও সম্ভাবনাময় গাংনী উপহার দিতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

গাংনীর ইএনও সম্পর্কে আস্থা নিয়ে এসব কথা বলেন মেহেরপুরের নবাগত

জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। আজ বৃহস্পতিবার বিকালে গাংনীতে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন। গাংনী উপজেলা প্রশাসনের আয়োজিত নবাগত জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজকে অভিনন্দন ও পরিচিতি সভার আয়োজন করেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর নবাগত জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। জেলা প্রশাসক বলেন, আমার যোগদানের ১৫ দিনে প্রীতম সাহার সাথে আমার যতবার কথা হয়েছে সে সময়ে কোন সময় নিজের কথা বলেনি। গাংনীর মানুষের কথা বলেছে।

অনুষ্ঠানে গাংনী উপজেলা ভুমি কর্মকর্তা মো: সাদ্দাম হোসেন,গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ তাজুল ইসলাম,গাংনী উপজেলার ভিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা,বীর মুক্তিযোদ্ধা, জনপ্রতিনিধি শিক্ষক, ছাত্র প্রতিনিধি, সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের প্রাথমিক বিদ্যালয় ভিত্তিক পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন, সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা, ঝরেপড়া রোধ এবং বিদ্যালয়কে শিশুবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে আজ বুধবার সকাল ১০ টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের ‘ ‘আমদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যালয় ভিত্তিক পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়’’।

গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাজী মতিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন আমদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রোগ্রাম

ম্যানেজার মোছা: কাজল রেখা।

এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন আমদহ ইউনিয়নের ইউপি সদস্য মওলাদ হোসেন সহ আমদহ ইউনিয়নের বি.এন.পির কেন্দ্রীয় সেক্রেটরী মো: সিরাজুল হক। এছাড়া অনুষ্ঠানে এস.এম.সি, পি.টিএ ও ওয়াচ গ্রুপের সদস্য সহ জনপ্রতিনিধগন উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সবার জন্য সমতা ভিত্তিক ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা, ঝরেপড়া রোধ সহ ছাত্র-ছাত্রীদের নাগরিকতা ও নৈতিক মূল্যবোধ ও সূশীল সমাজের সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়ে এস.এম.সি, শিক্ষক, পিটিএ, ওয়াচ সদস্যবৃন্দ এবং জনপ্রতিনিধিগণকে একসাথে কাজ করতে পৃথক কর্মসূচী গ্রহণ করে।

এয়ার ক্রাফট ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য চিন গেলেন আলিফুজ্জামান

এয়ার ক্রাফট ম্যানুফ্যাকচারিং বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য চিন গেলেন মেহেরপুরের কৃতি সন্তান আলিফুজ্জামান। আলিফুজ্জামান

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের ডিপ্লোমা প্রকৌশলী হাসানুজ্জামানের সাগরের একমাত্র সন্তান।

সম্প্রতি চিনের শেনইয়াং এরোস্পেস ইউনিভার্সিটির উদ্দেশ্যে চিনের একটি বিমানযোগে দেশ ছাড়েন তিনি।

আলিফুজ্জামান ঢাকা বোর্ড থেকে এসএসসিতে জিপিএ ৫ পান। পরে তিনি এসিবি কলেজ এরোস্পেস থেকে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন।

আলিফুজ্জামানের পিতা ডিপ্লোমা প্রকৌশলী হাসানুজ্জামান সাগর তার ছেলের উজ্জল ভবিষ্যতের জন্য মেহেরপুরের সকলের কাছে দোয়া কামনা

করেছেন।

মেহেরপুর কেমিস্ট এণ্ড ড্রাগিস্ট সমিতির সভাপতি হলেন রিনু

বাংলাদেশ কেমিস্ট এণ্ড ড্রাগিস্ট সমিতির (বিসিডিএস) মেহেরপুর জেলা শাখার নির্বাহী কমিটির সকল সদস্য পদত্যাগ করে আহবায়ক কমিটির সভাপতি হিসেবে মো. রিনুকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার জেলা কেমিস্ট এণ্ড ড্রাগিস্ট সমিতির কার্যালয়ে সমিতির পদত্যাগী সভাপতি আনারুল মিয়ার সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নির্বাহী কমিটির সকল সদস্য একযোগে পদত্যাগ করেন। একই সঙ্গে রুশি ফার্মেসির মালিক মো, রিনুকে আহবায়ক কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করেন।

মেহেরপুর কেমিস্ট এণ্ড ড্রাগিস্ট সমিতির এক বিজ্ঞপ্তি এ তথ্য জানানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, আহবায়ক কমিটির সভাপতি কমিটি পুনর্গঠনের জন্য তিন মাস অথবা প্রয়োজনীয় সময় নিতে পারবেন। পদত্যাগী নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য আহবায়ক কমিটিতে থাকতে পারবেন না। তিনি তিনি থানার যে কোন সদস্যকে বিনা বেতনে আহবায়ক কমিটির সদস্য করতে পারবেন। একই সঙ্গে আহবায়ক কমিটির সভাপতি অর্থ ও প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবেন।

পদত্যাগী সদস্যরা হলেন সভাপতি আনারুল মিয়া, সিনিয়র সহসভাপতি সাদেকুজ্জামান খান, সহসভাপতি নাজমুল হুদা, আব্দুল লতিব, নির্বাহী সদস্য সাইদুর রহমান, আমিনুল ইসলাম, আব্দুর রাজ্জাক, সামসুল হুদা , শহিদুল ইসলাম, মিলন হোসেন, এনামুল হক, মহি উদ্দিন, মতিউর রহমান, রাকিবুল ইসলাম।

কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

শিক্ষকদের বেতন ও বোনাস বকেয়া, অর্থ আত্মসাৎ, নিয়োগ বানিজ্য, স্বেচ্ছাচারীতা, দুর্নীতি ও নানা অপকর্মের অভিযোগ তুলে ফুঁসে ওঠেছেন মেহেরপুরের কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের শিক্ষক কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা। এ নিয়ে গত রবিবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করেছে শিক্ষার্থীরা।

অভিযোগ সুত্রে জানা যায়, কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের প্রধান শিক্ষক সানজিদা ইসলাম সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীকে একটা বড় অংকের উৎকোচ দিয়ে বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। বিদ্যালয়ে যোগদানের পর থেকেই তিনি হয়ে উঠেন অসীম ক্ষমতাধর ও স্বেচ্ছাচারী। একক কর্তৃত্ববাদী মনোভাব পোষণ করে তিনি বিদ্যালয়ে একের পর এক অনিয়ম ও দূর্নীতি করতে থাকেন।

বিদ্যালয়ের আবাদী জমি, লিচু বাগান ও পুকুর থেকে প্রতি বছর প্রায় ১৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা আয় হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন থেকে আয় হয় প্রায় ৬ লক্ষ টাকা। অথচ তিনি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে শিক্ষক কর্মচারীদের বিদ্যালয় প্রদত্ত ১২ মাসের বেতন ও ঈদ বোনাস দেননি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হলদে পাখি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে মতবিনিময় সভা ও হলদে পাখিদের শিশু দিবস বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উদযাপন না করে জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে জেলা প্রশাসক প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সহ প্রায় ৩০ জন প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর জাল করে বাংলাদেশ গার্লস গাইডস অ্যাসোসিয়েশনে ভুয়া ভাউচার পাঠিয়ে সরকারি বাজেটের ৬০ হাজার টাকা উত্তোলন করলেও আজ অবধি সে অনুষ্ঠান করেননি।

সাবেক মন্ত্রীর যোগসাজসে মোটা অংকের ঘুষ গ্রহণ করে বিদ্যালয়ে চারজন কর্মচারীকে নিয়োগ দিয়েছেন। বিদ্যালয়ের অফিস সহায়ক তৌফিকুজ্জামানের বিরুদ্ধে অসত্য অভিযোগ দিয়ে মামলা করেছেন।

যশোর আর্বিটিশন বোর্ড তাকে বিদ্যালয়ে নিজ কর্মে বহাল থাকার অনুমতি দিলেও প্রধান শিক্ষক জোর পূর্বক তাকে দুই বছরেরও অধিক সময় বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে দেননি। উপরন্ত জাহিদ নামের একজনকে মাস্টাররোলে নিয়োগ দিয়ে বিদ্যালয়ের প্রায়ই দেড় লক্ষ টাকা অপচয় করেছেন। এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশ প্রাপ্ত সহকারি শিক্ষকের কাছ থেকে ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে নিয়োগ পত্র দিতে ৬০ হাজার টাকা ঘুষ গ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য স্থাপিত আধুনিক আইসিটি ল্যাব অবৈধ অর্থ উপার্জনের মানষে বহিরাগত লোকদের বিদ্যালয় চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের অনুমতি দিয়ে আইসিটি শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করছেন। প্রতিটা শ্রেণী কক্ষে আধুনিক স্মার্টবোর্ডের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকলেও কয়েক লক্ষ টাকার অপ্রয়োজনীয় স্মার্ট টিভি ক্রয় করে ফেলে রেখেছেন। নিজ অফিস কক্ষে বিলাসী সময় কাটানোর জন্য ছয়টি সিলিং ফ্যান ও দুইটি এসি লাগিয়ে বিদ্যালয়ের অর্থ অপচয় করেছেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল ও শিক্ষকদের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তারের হীন মানসিকতায় সাবেক মন্ত্রীকে চারবার বিদ্যালয়ে প্রধান অতিথি করে এনে ছয় লক্ষাধিক টাকা অপচয় করেছেন। জনতা ব্যাংক থেকে ১১/০১/২৩ তারিখে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেছেন। ০৬/১১/২৩ তারিখ জনতা ব্যাংক থেকে এক লক্ষ টাকা উত্তোলন করে ৭২ হাজার ৭শ ৫০ টাকা শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন দিয়েছেন বাকি ২৭ হাজার ২শ ৫০ টাকা দৈনিক আদায় বইতে ব্যাংকে জমা দেখিয়েছেন কিন্তু উক্ত টাকা জমা না দিয়ে আত্মসাৎ করেছেন। ২৮/০৬/২৩ থেকে ০৬/১১/২৩ তারিখ পর্যন্ত পাঁচটি চেকের মাধ্যমে জনতা ব্যাংক হিসাব নম্বর ৩২৮ থেকে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেছেন।

এ বিষয়ে শিক্ষকেরা জেলা প্রশাসক ও জেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর একটি অভিযোগ পত্র দিয়েছেন।

প্রধান শিক্ষক সানজিদা ইসলাম বলেন, করোনাকালীন সময়ে স্কুলের আয় না হওয়ায় শিক্ষকদের বেতন দেওয়া সম্ভব হয়নি। জমি-জমার টাকার বিষয়ে আমি কিছু জানি না। নিয়োগের বিষয়ে মন্ত্রী মহোদয় (জনপ্রশাসন মন্ত্রী) সভাপতি ছিলেন, উনি যা বলেছেন আমি তাই করেছি। মন্ত্রীর বাইরে আমার কোন কাজ করার ক্ষমতা ছিলো না।

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আব্বাস উদ্দিন জানান, অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত হবে। তদন্তে যদি কেউ দোষী প্রমানিত হয় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মুজিবনগরে সরকারি চাল চুরির বিষয়ে উপজেলা বিএনপির সংবাদ সম্মেলন

মুজিবনগরে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির আওয়াতায় হতদরিদ্রের ৬৬ বস্তা (৩৩শ) কেজি চাল চুরি যাওয়ার ব্যাপারে সংবাদ সম্মেলন করেছে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি।

আজ বুধবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বিকালে মুজিবনগর উপজেলা প্রেসক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম।

বক্তব্যে আমিরুল ইসলাম বলেন, গত ১৮ সেপ্টেম্বর ১১০ জন সুবিধাভোগীর প্রায় ৩৩শ কেজি চাল সুবিধাভোগীদের না দিয়ে ডিলার মুজিবর রহমান উপজেলা বিএনপির নেতৃত্বে জোর করে আত্মসাৎ করার অভিযোগ করে সুবিধাভোগী আজিম উদ্দিন। যা পুরো মিথ্যা ও মানহানির উদ্দেশ্য।

আমিরুল ইসলাম আরও বলেন, আমার রাজনৈতিক জীবনে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদে প্রায় ১৬ বছর জনগনের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ হয়েছে। এই ধরনের কোন অভিযোগ আমার সম্পর্কে দেওয়া তো দুরের কথা কোন দিন কেহ ভাবতেই পারেনি। তাই আমি মনে করি আজিমউদ্দিন গাজী কতৃক আমার ও আমার নেতাকর্মীদের নামে যে অভিযোগ দায়ের করেছে তা তিব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এই মিথ্যা ও অসত্য অভিযোগের ফলে আমার ব্যক্তিগত ও দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক এবং সামাজিক ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে। পাশাপাশি দলেরও ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে। আমি বিষয়টি জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনকে মৌখিকভাবে অবগত করেছি। আমার বিশ্বাস আজিমউদ্দিন গাজীর এই কুকর্ম যারা বিএনপিকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে চাই, বিভেদ করতে চাই তাদের একটি স্বার্থান্বেষী মহলের বহিঃপ্রকাশ। আমরা আজিমউদ্দিন গাজীর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহন করার ব্যবস্থা নেবো।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক রোকোনুজ্জামান রোকন, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম কালু, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক নাসির উদ্দিন, উপজেলা যুদলের আহবায়ক আবুল হাসান, সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজিরসহ উপজেলা বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল, সেচ্ছাসেবকদল, কৃষকদলসহ উপজেলা বিএনপির অংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

এ ব্যাপারে ডিলার মুজিবুর রহমান জানান, যথাযথ নিয়ম মেনে আমি দীর্ঘদিন ধরে চালের ডিলার শিপের দায়িত্ব পালন করে আসছি। চাল চুরির কোন ঘটনা হয়নি। আমি সরকারি গোডাউন থেকে চাল উত্তোলন করে গোডাউনে মজুদ করে, পরবর্তীতে সুবিধাভোগীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

চাল চুরির ঘটনা সম্পর্কে মুজিবনগর উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা এম এম ইকবাল হোসেন বলেন, আমি ডিলারের সাথে লিখিতভাবে বিষয়টি জানতে চেয়েছি। ডিলার একটি লিখিত বক্তব্য দিয়েছে। আমরা একজন অফিসারকে তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছি। তারা রিপোর্ট দিলে ঘটনার সঠিক তথ্য জানতে পারবো।

এব্যাপারে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি এই ব্যাপারে সুবিধাভোগী কোন ব্যাক্তির অভিযোগ পাইনি। তবে আজিমউদ্দিন নামের একব্যাক্তির অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পেলেন আবদুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু

মেহেরপুরের কৃতি সন্তান মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল আমিন অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেছেন। আবদুল্লাহ আল আমিন ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি মেহেরপুরের গাংনী

উপজেলার সাহারবাটি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আকবর হায়দার ও জাহানারা বেগম দম্পতির সন্তান। তিনি একাধারে লেখক, লোক গবেষক, প্রাবন্ধিক, সাহিত্যিক হিসেবে ব্যাপক পরিচিত।

আবদুল্লাহ আল আমিন ১৯৮৭ সালে গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এস এস সি, ১৯৮৯ কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি, ১৯৯২ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স, ১৯৯৩ সলে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।

আবদুল্লাহ আল আমিন ১৮ তম বিসিএ এর মাধ্যমে প্রভাষক হিসাবে মেহেরপুর সরকারি কলেজে শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন। তিনি চুয়াডাঙ্গা সরকারি মহিলা কলেজ দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে সহকারী অধ্যাপক। এবং ২০১৪ বগুড়া শাহ সুলতান কলেজে কর্মরত অবস্থায় সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে পদোন্নতি পান। পরে সেখান থেকে মেহেরপুর সরকারি কলেজে দীর্ঘদিন চাকরি করার পর সম্প্রতি তিনি উপাধাক্ষ হিসেবে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে যোগদান করেন। এবং সেখানে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সোমবার তিনি অধ্যাপক হিসাবে পদোন্নতি লাভ করেন।
১ পুত্র ও ১ কন্যা সন্তানের জনক আবদুল্লাহ আল আমিনের পিতা আকবর হায়দার এবং পিতামহ বানি আমিন বিশ্বাস শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। শিক্ষক পরিবারের এই কৃতি সন্তান অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করায় বিভিন্ন মহলের পক্ষ থেকে তাকে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে।

তিনি মূলত প্রাবন্ধিক ও অনুসন্ধিৎসু গবেষক। সমাজ-সংস্কৃতিমনস্ক ও ঐতিহ্যসন্ধানী। তাঁর চর্চা ও অনুসন্ধিৎসার বিষয় সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব, আঞ্চলিক ইতিহাস, লোকধর্ম ও লোকজ সংস্কৃতি। গবেষক হিসেবে কাজ করেছেন বাংলা একাডেমি ও এশিয়াটিক সোসাইটিতে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: আজাদ শাহের পদাবলী (২০০৯), ব্রাত্যজনের রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (২০১২), বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি: মেহেরপুর (২০১৩) ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালির সম্প্রীতি সাধনা ও ভাটপাড়া নীলকুঠি ও উনিশ শতকের বাংলাদেশ।